মোশাররফ হোসেন খান

পাথরে পাঁচ ফুল

পাহাড়
পাখী
উঁচু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে

মোশাররফ হোসেন খান

সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে
মোশাররফ হোসেন খান
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
প্রকাশক
সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব
মোশাররফ হোসেন খান
প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম
লিপিসজ্জা
দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম
১৯০ এলিফ্যান্ট রোড,
হাতিরপুল, ঢাকা
মুদ্রণ
আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা
দাম
পঁয়ত্রিশ টাকা

■

PATHORE PAROD ZALE
A Collection of poems by Mosharraf Hossain Khan
Published by Samudra Prokashoni Dhaka Bangladesh
First Print September 1995 Price TK. 35.00

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে
জলে ভাঙে ঢেউ
ভাঙতে ভাঙতে জানি
গড়ে যাবে কেউ

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অনান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন

নেচে ওঠা সমুদ্র

আরাধ্য অরণ্যে

বিরল বাতাসের টানে

অন্যান্য

প্রচ্ছন্ন মানবী

সময় ও সাম্পান

সাহসী মানুষের গল্প

হাজী শরীয়তুল্লাহ (জীবনী)

www.pathagar.com

কবিতাসূচি

৯ শতাব্দীর পিঠ থেকে
১০ পাষাণী প্রলয়
১১ দ্রোহের প্রশ্বাস
১২ কালস্রোত
১৩ অগ্নিগর্ভা বসনিয়া
১৬ আগুনের টিলা
১৭ রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায়
১৮ গভীর রাত্রিতে নামে
১৯ দরোজা খোলার পর
২০ চেচনিয়া '৯৫
২১ ভূমিপুত্র
পাথরে পারদ জ্বলে ২২
বিপন্ন নগরী ২৮
প্রতিকূলে ২৯
গ্রহের প্রান্তর ৩০
পোড়োবাড়ির শব্দ ৩১
তুচ্ছের পারাপার ৩২
শিলাস্তর কেটে কেটে ৩৫
ব্রাজক ৩৬
ঘুমের ভেতরে ঘুম ৩৭
হাড়ের মাস্তুল ৩৮
অলৌকিক ঘোড়া ৩৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শতাব্দীর পিঠ থেকে

বামপাশে ঘুমিয়ে প'ড়েছে শতাব্দীর মহাকাল
ডানপাশে দীর্ঘতম সিঁড়ি, অসীম শূন্যতা
মাঝখানে ঝুলন্ত প্রহর, সময়ের পেন্ডুলাম

ভয়ংকর ঘন্টাধ্বনি বেজে যায় এক দুই তিন
ঝরে যায় কালের শরীর থেকে নিয়মের পাতা
কাঠুরিয়া কেটে যায়
কাটতে কাটতে যায়.....
আসলে কাটে না কিছুই; ঝরেনা পাতা, ঝরেনা জীবন
মূলত বীজের দেহ অবিনাশী ভ্রূণ, ভ্রমণ বিলাসী
ঝরে পড়ে, বৃক্ষ হয়; পুনরায় সমুদ্রে গমন

তারপর হেঁটে যায়–
হেঁটে যায় গতির সুড়ঙ্গ বেয়ে
শতাব্দীর পিঠ থেকে আর এক শতাব্দীর ফুসফুসে

পৃথিবীর চোখ থেকে নিভে গেলে মোমের শিখারা
তখনো আশ্চর্য পারদে জ্বলতে থাকে সূর্যের প্রতিম
তখনো ভাস্বরে বাঙ্ময় মানুষ, ইতিহাস, আর এক অদৃশ্য পৃথিবী
মানুষ মরে না কখনো
শতাব্দীর পর
শতাব্দীর প্রান্তে
তখনো সরব যেন সঙ্গীত মুখর, তরঙ্গের প্রতীক
তখনো সজীব কালের অক্ষরে
তখনো অমর আমি—সে কেবল মানুষের দ্যুতি

মূলত মানুষ আমি
শতাব্দীর শীর্ষচূড়া—সীমাহীন জ্যোতির উদ্ভাস

www.pathagar.com

পাষাণী প্রলয়

এখনো হৃদয় ছুঁয়ে বয়ে যায় পাষাণী প্রলয়
পাপের ছেনিতে কাটে অগ্নিময় পাথর সময়।
বৃষ্টির বেণীতে দোলে স্বপ্নহীন ক্ষয়িষ্ণু বয়স
মৃত্যুর উঠোনে হাঁটে পৃথিবীর বিষণ্ন বিলয়।

আঁধার সমীপে নতজানু চাঁদ—চাঁদের ক্রন্দন!
নিথর তরঙ্গ যেন, থেমে গেছে দ্রোহের স্পন্দন।
বিনাশে বিনাশে বারবার ধসে গেছে দীপ্ত সূর্য
অভয় অরণ্য নেই, নেই আর সবুজ প্রাঙ্গণ!

ক্রোধের সমুদ্র নেই। থেমে গেছে ঝড়ের উল্লাস।
কোথায় হারিয়ে গেছে পৃথিবীর প্রবীণ উদ্ভাস!
কেবলই ধু ধু, মরুময় প্রান্তরের পদরেখা
বিপুল বিনাশে ঝরে ঝরে পড়ে সোমত্ত উচ্ছ্বাস!

এখনো হৃদয় ছুঁয়ে বয়ে যায় পাষাণী প্রলয়
এক জীবনে কিভাবে শুষে নেব এতটা বিস্ময়!

www.pathagar.com

দ্রোহের প্রশ্বাস

নৈঃশব্দের কোমর পেচিয়ে ঝুলে আছে
বিধবা প্রহর
মাথার ওপর বাস্তুহারা মেঘ
সমুদ্র উপচে পড়ে বৃষ্টির ক্রন্দন

ধ্বংসের ভাঁজ ভেঙ্গে ছুটে চলে বিভীষিকা
চারদিক শাঁ শাঁ দাঁতাল প্রবাহ
থিরথির কম্পমান মৃত্যুর লোড়ালি
উৎকণ্ঠার পাঁজর খুলে বসে আছে
পাথর বালিকা

পাতালের নখের ওপর
কাত হয়ে পড়ে আছে শীতল কফিন
বেয়াড়া আঙুল বেয়ে ঝরে পড়ে দাহ্যের পরাগ
স্তব্ধতার বুক চিরে জেগে ওঠে–
জেগে ওঠে ফালি ফালি শৈল্পিক ক্ষতের মতো
দ্রোহের প্রশ্বাস

www.pathagar.com

কালস্রোত

এখানে অশেষ ঘৃণা, চকচকে ধাতব কৃপাণ
এখানে অশেষ পাপ, ক্ষুধা মৃত্যু বিষাক্ত-বিষাণ।
কোথায় এনেছে টেনে কালস্রোত! বালুর ওপর–
তাপিত বুকের 'পরে হাল টানে জীবনের কিষাণ।

মানব হৃদয় আজ ধু ধু বালু-চরের প্রান্তর।
মানব তো তুচ্ছ নয়, তাদেরও রয়েছে অন্তর–
একথা ভুলেছে কাল-মহাকাল। উজানের স্রোত–
কোথায় এনেছে টেনে এ কোন্ দুর্গম তেপান্তর!

আমি তো মানুষ বটে, আমারও ক্ষুধা-দ্রোহ জাগে।
আমি তো পৃথিবী বটে; ভুলে গেছো বহুকাল আগে–
দু'হাতে প্রভাস নিয়ে পলিমাটি ঝর্ণা নদী জলে
ডেকেছিলাম প্রকৃতি-প্রবাল সবুজ অনুরাগে।

হে পৃথিবী, পড়ে আছো বুকে নিয়ে দগদগে ক্ষত
ধাতব কৃপাণ দেখো কেটে যায় এক দুই-অবিরত।
বলো, থামো হে ধাতব! যুদ্ধ, ক্ষয়, রক্তের সহিস!
আমাকে বাঁচতে দাও শঙ্কাহীন অরণ্যের মতো।

আমি তো পৃথিবী বটে তরঙ্গিত কালের তুফান,
হে অবোধ! থামাও ধাতব নেশা, থামাও কৃপাণ

www.pathagar.com

অগ্নিগর্ভা বসনিয়া

আইদা—আট বছরের ধর্ষিতা বোন আমার
নাদিয়া—নির্যাতিতা প্রিয়তমা
তোমাদের মতো সহস্র শরীরে সার্বিয় হায়েনার ক্রোধের বিষ
তবু ভয় পেয়ো না
ওই ক্রোধ থেকেই হয়তোবা ভূমিষ্ঠ হবে
মূসার মত কোনো বিদ্রোহী বীর
ওই ক্রোধ থেকেই হয়তোবা সহসা পাথর ভেদ করে
লাফিয়ে উঠবে সহস্র সালাহউদ্দীন

অগ্নিগর্ভা বসনিয়া–
তোমার অর্থ এখন—সবুজহীন ধু ধু প্রান্তর
মানবতাহীন হায়েনার অট্টহাসি
রক্তের প্লাবন
বন্দী শিবিরে শিশুর ক্রন্দন
বোনের চিৎকার
মজলুমের আর্তনাদ
বসনিয়ার অর্থ এখন—শ্বেত ভল্লুকের নির্লজ্জ পদধ্বনি, লাশের স্তূপ

ক্রোশিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরে এ কোন্ রোদনের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
হায় বসনিয়া
সার্বিয় দস্যুরা এখন ঘৃণার উপমা

'তুজলা' এখন উৎক্ষিপ্ত লাভা, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি
'তুজলা' এখন সম্ভ্রমহারা রমণীর শোকার্ত অভিশাপ
'তুজলা' এখন নৃশংসতার দাবদাহ, গলিত পর্বত

ব্যর্থ জাতিসংঘ পারেনি ফিরিয়ে দিতে তোমার সম্ভ্রম
তবু ভয় কি স্বদেশা–
তোমার সম্মুখে জেগে আছে শত কোটি প্রাণ
সম্মুখে যুদ্ধ
পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র
এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই প্রজ্জ্বলিত হবে বিজয়ের সোনালী সূর্য

www.pathagar.com

হে পৃথিবী, অশান্ত পৃথিবী
আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি চূড়ান্ত যুদ্ধের মুখোমুখি
আমাদের পায়ের নিচে জ্বলন্ত লাভা
সম্মুখে সার্বিয় মাতাল ভল্লুক
বর্বরতার আদিম প্রশ্বাস
হায়েনার অট্টহাসি
পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র
হে পৃথিবী, অশান্ত পৃথিবী
যুদ্ধ ছাড়া তোমার জন্যে আর কোনো সুখবর নেই

হে অনন্ত
হে অদৃশ্যের মালিক
বসনিয়ার প্রতিটি শহীদের হাড়কে বানিয়ে দাও তুমি
একেকটি লক্ষ্যভেদী কামান
বন্দী শিবিরের প্রতিটি মজলুমের নিঃশ্বাস যেন হয়ে যায়
একেকটি গ্রেনেড
ধর্ষিতা রমণীর প্রতিটি অশ্রুকণা যেন হয়ে যায়
একেকটি এটোম
বসনিয়ার ক্রন্দনরত প্রতিটি অসহায় শিশুকে বানিয়ে দাও তুমি
ধ্বংসের মিসাইল, অদৃশ্যের আবাবিল

বসনিয়ার জন্যে আর কোনো শোক নয়
এখন আমরা যুদ্ধের মুখোমুখি
সম্মুখে যুদ্ধ
পেছনে সংকুল অরণ্য, অসীম সমুদ্র

আইদা—আট বছরের ধর্ষিতা বোন আমার
নাদিয়া—নির্যাতিতা প্রিয়তমা
বসনিয়া—হে অগ্নিগর্ভা বসনিয়া
তোমাদের শরীরে সার্বিয় হায়েনার ক্রোধের বিষ
তোমরা এখন প্রসব করো মূসার মতো কোনো বিদ্রোহী বীর
তোমরা প্রসব করো সহস্র সালাহউদ্দীন

যুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীর জন্যে আর কোনো সুখবর নেই

বসনিয়া—হে অগ্নিগর্ভা বসনিয়া
এশিয়ার প্রান্ত থেকে

www.pathagar.com

বাজের চঞ্চুতে পাঠালাম সার্বিয় হায়েনার জন্যে ঘৃণার এটোম
আর ঈগলের ডানায় পাঠালাম
তোমার বিধ্বস্ত ছতর ঢাকার জন্যে একখন্ড সান্ত্বনার বস্ত্র
এবং চেয়ে দেখ–
উন্মাতাল ঢেউয়ের গম্বুজ ভেঙ্গে আমরা এখন
তোমার পাশাপাশি
হারজেগোভিনার পাহাড়ের পাদদেশে
আমরাও এখন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত

www.pathagar.com

আগুনের টিলা

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া

বারুদের শিঙে ঝুলে আছে বিপন্ন পৃথিবী
রোমশ গ্রহের ভেতর প্রাচীন পুরুষের চিৎকার
আগুনের টিলার ওপর–
তবুও বেঁধেছে বাসা মোমের পাখিরা

সৌরতাপে গলে পড়ছে মেঘের চর্বি
নির্মম পাতিলে পোড়ে জোছনার দেহ
পুড়ে যায় ইতিহাস কালের মাংস

মৃত নক্ষত্রের চোখে নেকড়ের ছায়া
বারুদের শিঙে ঝুলে আছে বিপন্ন পৃথিবী
পৃথিবী মুছে যায়
মুছে যায় কুষ্টিনামা—প্রান্তরের পদচিহ্ন

কি আশ্চর্য
বহমান প্রশ্বাসও বিনাশের চাকতির মতো
পরিহাস করে যায় অবিরত

www.pathagar.com

রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায়

কী এক
দুর্বিষহ দুঃস্বপ্নের মধ্যে দীর্ঘ সাঁকোর ওপর
দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ পৃথিবী
ভয়ংকর প্রহরগুলো হেঁটে যায় দৈত্যের মতো সমুদ্র
মাড়িয়ে

প্রতিটি মুহূর্ত যেন দুর্ভাগ্যের এক ধূর্ত দূত
মানুষের চোখ থেকে নিভে গেলে স্বপ্নের প্রদীপ
তখন কি অবশিষ্ট থাকে কেবল ধূসর এক স্মৃতি
তখন কি কেবলই ক্ষয়, অনন্তব্যাপী ধ্বংসের ধূম

শতাব্দীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছো কে তুমি
নির্বাক
উঠে এসো বিলয়ের গহ্বর থেকে
এবং দাঁড়িয়ে যাও
প্রশান্তির পাখা হাতে রৌদ্রদগ্ধ গতির সীমায়

www.pathagar.com

গভীর রাত্রিতে নামে

গভীর রাত্রিতে নামে অদৃশ্য ঘোড়াটি।
ঝরে পড়ে অরণ্যের শল্প, তরু, পাতা।
সৌর থেকে নেমে আসে মৌনতার ছাতা।
নির্জন রাত্রিতে বেঁধে তীরের ফলাটি–

ঠিক এইখানে—পর্বতের মাঝখানে।
ছলাৎ ছলাৎ ভাঙ্গে দিব্য জলচিত্র;
চিত্রের মানুষগুলো ছিল সবখানে।
এখনতো লাশ হয়ে ঘোরে কি বিচিত্র
ভঙ্গিতে—বৃষ্টিতে; নদী ও মেঘের রাজ্যে
ঘোরে খুলিহীন লাশ—হাওয়ার সাম্রাজ্যে।

চুলার ওপরে আসিদ্ধ লাশের মাংস।
ওপাশে জমাট রক্ত, পরিপূর্ণ বাটি।
'লাশগুলো অভিজাত, অনিবার্য খাঁটি'–
বাঘিনীর চোখে ভাসে তৃপ্তির প্রশ্বাস।
এ কেমন রাত—কি ভয়ঙ্কর প্রার্থনা!
কবরের চারপাশে ফেরেস্তা নামেনা!

হাওয়ার প্রান্তর কেটে অদৃশ্য ঘোড়াটি
লোকালয়ে বিঁধে যায় তীরের ফলাটি।।

www.pathagar.com

দরোজা খোলার পর

দুঃসহ নীরবতার মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় আলম্ব আঁধার
উন্মুখ ছায়ার মাঝে পড়ে থাকে ক্লান্ত জিহ্বা
জিহ্বার সড়ক বেয়ে হেঁটে যায়–
শাদা বরফের মতো পর্বত সময়

শরাহত কংকাল যেন ডেকে যায় বারবার
ডেকে যায় জ্বীনের রাখাল–
মৃত্যুর গোড়ালি যেখানে রয়েছে জেগে
যেখানে ছড়িয়ে রেখেছে কাফন ডানা

ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো দু'হাতে পেঁচিয়ে
গৃহের ভিতর থেকে কেশে ওঠে প্রাচীন পাথর :
ঘুমিয়ে কেটেছে সহস্র সকাল
এইতো জেগে ওঠার প্রদীপ্ত প্রহর

অকস্মাৎ জেগে ওঠে বৃক্ষের প্রতীক
তারপর নিরালোকে খুলে ফেলে তাপিত বসন
তারপর একে একে খুলে যায় কালের কপাট

আঁধার দু'ভাগ করে ভেসে ওঠে অলৌকিক সিঁড়ি
সিঁড়ির মাস্তুলে আর এক শোভন প্রচ্ছদ
ঘৃণার পালক ফেলে উড়ে যায়–
আনগ্ন পৃথিবী ছেড়ে মাতিসের হাঁস

দরোজা খোলার পর–
বৃক্ষের প্রতীক হয় পর্বত শিখর, সমুদ্র স্বভাব
তারপর আশ্চর্য মস্তক বেয়ে ঝরে পড়ে প্রবল প্রশ্বাসে
দাহ্যের দহন

তারপর রহস্যের তোরণ পেরিয়ে
অনন্তের পথ বেয়ে ছুটে চলে–
ছুটে যায় কালজয়ী দুর্বিনীত চিত্রল যৌবন

www.pathagar.com

চেচনিয়া '৯৫

চেচনিয়া জ্বলছে!
পৃথিবীর মানচিত্র থেকে চেচনিয়া পৃথক কোনো উপগ্রহ নয়।
সেটাও স্বাধীন মানুষের আবাসস্থল এবং তারা মুসলমান।

ইয়েলৎসিন!
তোমার প্রেরিত রাশিয়ার শ্বেত ভল্লুকেরা
বিষাক্ত নি:শ্বাসে ধ্বংস করতে চায় স্বাধীন চেচনিয়া।
ইয়েলৎসিন!
তুমিতো জানোনা—
লক্ষ শুকরের প্রমত্ত উল্লাসও গ্রাস করতে পারেনা
বিশ্বাসের এতোটুকু ভূ'ভাগ।

চেচনিয়া জ্বলছে!
যদিও তাদের নেই মার্কিন স্টিঙ্গারের মতো ক্ষেপণাস্ত্র।
তবুও তাদের হাতে আছে এমন এক অদৃশ্য অস্ত্র—
যা সহস্র ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়েও হতে পারে ভীষণ ভয়ংকর।
সেই অলৌকিক অত্যাধুনিক অস্ত্রের নাম—বিশ্বাসের দাবানল।

দ্যাখো, চেচনিয়ার সকল উপত্যকা থেকে আজ
জ্বলে উঠছে সেই বিশ্বাসের আগ্নেয়গিরি।
গ্রোজনি এখন সাহসের স্তম্ভ, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

চেচিন থেকে—ক্রেমলিন
বাংলাদেশ থেকে—পৃথিবীর শেষ অবধি
যতোদিন না হয় প্রশান্ত—বিশ্বাসের অধিগত
দ্রোহের আগুনে ততোদিন জ্বলতে থাকবে—
পাহাড় সমুদ্র এবং প্রতিটি অজেয় পর্বত।

চেচনিয়া কোনো নি:সঙ্গ দ্বীপের নাম নয়।
বিশ্বের সহানুভূতিশীল প্রতিটি মানুষের
প্রজ্জ্বলিত হৃৎপিন্ডের নাম—চেচনিয়া।

www.pathagar.com

ভূমিপুত্র

মনে আছে, একদিন রাতের গভীরে
নেমেছিল মৃত্যু, আর বৃক্ষের শরীরে
বিঁধেছিল ভূমিপিতা আগুনের তীরে।
মনে আছে, একদিন বৃক্ষের শরীর–
রক্তাক্ত নদীর পাড়ে পড়েছিল একা
জানো নাকি ভূমিপুত্র—এখনো সে কথা
বাতাসে ফেরারী; এখনো হয়নি লেখা
ইতিহাসে—অরক্ষিত ভূমির মমতা।
বাতাসে বাতাসে ছিলে ভাসমান তুমি
ভ্রূণের অতলে ছিলে দৃশ্যমান তুমি
হাওয়ার বাকল ফুঁড়ে নেমে এলে তুমি
লোকালয়ে রটে গেল পুরাণ প্রবাদ।
অবিরত রক্তপাত—বিষাদে বিষাদ।
চেয়ে দেখ ভূমিপুত্র, তোমারই ভূমি–
অকর্ষিত, মৃত আর গুল্মের গহন
জলাভূমি—আগ্নেয়গিরি দাহনে দহন।
ভূমিপিতা তীরবিদ্ধ; অরক্ষিত ভূমি
ভূমিপুত্র—এই ভূমির মালিক তুমি॥

www.pathagar.com

পাথরে পারদ জ্বলে

পাথরে পারদ জ্বলে, জলে ভাঙ্গে ঢেউ
ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জানি গড়ে যাবে কেউ

১.
আদিতে কোনো মৃত্তিকা ছিল না
হয়তো ছিল না
আদিতে কোনো পৃথিবী ছিল না
হয়তো ছিল না
পাহাড় পর্বত সমুদ্র ছিল না
আদিতে এসব ছিল না কিছুই
হয়তো ছিল না

তবুও আমি ছিলাম :
আমি ছিলাম—অনন্ত হাওয়া
আমি ছিলাম—অসীম নীলাকাশ
আমি ছিলাম—সূর্যের উদ্ভাস
আমি ছিলাম বিস্মিত বিস্ময়
আমি ছিলাম তোমার ভেতর–
রহস্যের বুদ্বুদ
আমি ছিলাম
এবং তারপর.....

২.
তারপর একদিন হাওয়ার পাল ছিঁড়ে নেমে এলাম
আমার পিঠের ওপর জেগে উঠলো
সাতটি মহাদেশ পাঁচটি মহাসাগর
অদৃশ্য ফলকে লেখা হলো আমার নাম
একেকটি রহস্যের তোরণ পেরিয়ে আমি
প্রবেশ করলাম বিস্ময়ের গভীরে

তারপর প্রকৃতির বাহন হয়ে নামতে নামতে
বৃষ্টি হয়ে ঝরতে ঝরতে
একদিন আমার থেকে বিযুক্ত হলাম

www.pathagar.com

শীর্ণ নদীর মতো শুকাতে শুকাতে অবশেষে একদিন
নি:শেষ হলাম
আমাকে ডেকে নাও সমুদ্র শরীর
আমাকে ডেকে নাও হাওয়ার মেয়ে
আমাকে ডেকে নাও মেঘের পালক
আমাকে সম্পূর্ণ হতে দাও
হতে দাও সম্পন্ন বায়ুর বালক

আমাকে ডেকে নাও অনন্ত মহাকাল
ডেকে নাও ক্ষয়িষ্ণু প্রহর থেকে
অনি:শেষ জীবনের দিকে

আমাকে ডেকে নাও সবুজ অরণ্য
আমাকে ডেকে নাও অলীক উদ্ভিদ
আমাকে ডেকে নাও বাষ্প হাওয়া
প্রতিহিংসার উপত্যকা থেকে ডেকে নাও
আমাকে কাটাতে দাও প্রশান্তির বিছানায়
বৃষ্টির বালিশে

৩.
কোথাও বৃষ্টি নামছে
অগ্নি বলাকার ঠোঁট থেকে ঝরে পড়ছে ঘৃণার বৃষ্টি
কোথাও আগুন জ্বলছে
পৃথিবী জানুক আর না জানুক
কোথাও যুদ্ধ চলছে

টেবিলের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে অশেষ বিষণ্নতা
বিষণ্নতা—কপোতাক্ষর ছেলে
বিষণ্নতা—রূপসার মেয়ে
বিষণ্নতা—পৃথিবীর মানচিত্র
বিষণ্নতা—ঝুলে আছে–
সূর্যের শার্শিতে, সময়ের কানকিতে

টেবিলের নিচে হাঁটু ভেঙ্গে বসে আছে ব্যর্থতা
ব্যর্থতা—চন্দ্রলোকের আমৃত্যু শৈশব
ব্যর্থতা—প্রকৃতির আজন্ম কৈশোর

www.pathagar.com

ব্যর্থতা—সূর্যের দুরন্ত যৌবন
অনন্ত সংগ্রাম
দাউ দাউ রাজপথ

ব্যর্থতা—প্রভাতের তীব্র কণ্ঠস্বর
বিপ্লবের মেনুফেস্ট

কোথাও বৃষ্টি নামছে
কোথাও আগুন জ্বলছে
পৃথিবী জানুক আর না জানুক
কোথাও যুদ্ধ চলছে
রক্ত বৃষ্টির ভেতর জেগে উঠছে কোথাও প্রান্তরের পদরেখা
জেগে উঠছে বিপুল বিস্ময়কর শ্যামলিমা
দ্বীপের কন্যা

৪.
–অনিঃশেষ অন্ধকারে বিস্তীর্ণ দ্বীপের বুকে
দাঁড়িয়ে আছি একা। তুমি কি আমার
অস্তিত্বের গন্ধ পাচ্ছো? তুমি কোথায় এখন?
কতদূরে?
–এইতো আমি হাওয়ার ফুসফুস। এইতো আমি
তোমার কাছে। জোছনা রোদে চুল শুকাচ্ছি।
আর একটু কাছে এসো। আমাকে স্পর্শ করো।
–আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে।
কিভাবে স্পর্শ করবো?
–কেন পারবে না? আরও কাছে এসো। মাত্র
দু'ইঞ্চি। মাঝখানে বহমান নদী সমুদ্র দেশ
মহাদেশ পাঁচটি মহাসাগর। আরও কাছে এসো।
মাত্র দু'ইঞ্চি। এইতো আমি তোমার কাছে জোছনা
রোদে চুল শুকাচ্ছি।
–কোথায় কাছে? কোন্ পাশে? [আমার কণ্ঠস্বরে
কোমর দুলিয়ে হেসে উঠলো রাতের দেহ।
কেঁপে উঠলো অন্ধকার। কেঁপে উঠলো শীতল
হাওয়ায় মেঘের পালক।]

www.pathagar.com

–এইতো আমি এখানে। মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে।
মাঝখানে বহমান নদী সমুদ্র দেশ মহাদেশ
পাঁচটি মহাসাগর। এইতো আমি তোমার
সম্মুখে, জোছনা রোদে চুল শুকাচ্ছি।
–জোছনা কোথায়? অন্ধকার ছাড়া আমি তো আর
কিছুই দেখিনা। আজ কি প্রভাত হয়েছিল?
সূর্য উঠেছিল?
–কেন উঠবে না! তবুও তারা বারুদের গন্ধে
কম্পমান ছিল। তুমি আমাকে স্পর্শ কর।
আমরা যুদ্ধ বারুদ আর রক্তের উপত্যকা
পেরিয়ে চলে যাবো গ্রহের প্রান্তর।
হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আমরা বানাবো
আর এক পৃথিবী। আমাদের বুকের ওপর
সমুদ্র হবে। অরণ্য হবে। নবান্নের উৎসবে
মুখর হবে প্রকৃতি। আমরা গড়ে যাবো
স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত। তারপর শুদ্ধ হবো অলৌকিক
ঝরণাধারায়। তারপর জোছনা রোদে চুল শুকাবো।
আমরা পৃথিবী হবো—বিস্তীর্ণ বিশাল। এ
পৃথিবী তো অনেক প্রাচীন, ঝিনুক আধার।

তন্দ্রার আচ্ছাদন ছিঁড়ে এসো আমরা জেগে উঠি।
এসো আমরা গড়ে যাই আর এক পৃথিবী। গড়ে যাই
প্রজন্মের সাহসী তুফান। এ পৃথিবী অনেক প্রাচীন
ঝিনুক আধার। এ পৃথিবী ভাঙতে ভাঙতে হয়েছে
নিঃশেষ।

৫.
তবুও পৃথিবী। মায়াবী পৃথিবী কাঁপছে কেমন।
ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে তার প্রাচীন দেহ।
গুটিয়ে নিচ্ছে জল-বায়ুর ডানা।
অস্বীকার করছে আমাকে।
অথচ আমিই পৃথিবীকে ফুল ফসল আর
প্রাকৃতিক ভারসাম্যে গড়ে তুলেছিলাম।
আমাকে অস্বীকার করলে পৃথিবীর
থাকে না কিছুই।

www.pathagar.com

আমি তো বহন করেছি পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধ
মড়ক মহামারী দু:সহ মহাকাল।
আমি তো শুষে নিয়েছি পৃথিবীর সকল সন্তাপ।
আমাকে অস্বীকার করলে পৃথিবীর থাকে না কিছুই।

আমাকে অস্বীকার করলে সূর্যকে ঘুম ভাঙ্গাবে কে?
আকাশ থেকে মেঘ কুড়িয়ে কে আর বৃষ্টি ঝরাবে?
প্রকৃতির উনোন জ্বালিয়ে কে আর রান্না বসাবে?
আমাকে অস্বীকার করলে
সমুদ্রের তলদেশে কে আর শস্য ফলাবে?
কে আর গ্রহলোকে তোমার জন্যে বসত বানাবে?

পৃথিবী সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।
তবুও পৃথিবী—মায়াবী পৃথিবী,
আমাকে অস্বীকার করলে তোমার থাকে না কিছুই।

যদিও জানি আমি—মৃত্যু রহস্য
যদিও জানি.....

৬.

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। তেজদীপ্ত সূর্য। সম্মুখে সহস্র সন্ধ্যা।
অঢেল অমানিশা। গভীর রাত। নিস্তব্ধ গোরস্তান। সম্মুখে
সহস্র কাল বৈশাখ। দুর্বার তরঙ্গ। অজস্র তুফান।

সম্মুখে বিশাল পর্বত। উত্তপ্ত লাভা। পেছনে সমুদ্র। দশ হাজার
মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছে বিনাশের দু:সংবাদ। পরিচিত মুখগুলো
অস্পষ্ট—ঝাপসা দীঘি যেন আঁধারের প্রেত। বাণিজ্য বাতাসে
ভাসমান পাতিহাঁস। ঝিনুক জলে মুখ ডুবিয়ে সমুদ্র খোঁজে
অন্ধ সওদাগর। ভয়ানক শরীর থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে
আগুনের বৃষ্টি। শয়তানের পেচ্ছাবে দুষিত প্রকৃতির জল-হাওয়া।

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। কূটিল ষড়যন্ত্র। হিংসার দাবদাহ।
পেখম তুলে ধেই ধেই করে নেচে যাচ্ছে চতুর শকুন।
অন্ধগুহা থেকে ফুঁসে উঠছে বিষের ফণা। বাজের নখর।

ক্রমেই সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বুক।

www.pathagar.com

রুদ্ধশ্বাস সময়ের পিঠে সওয়ার আমি বিরুদ্ধ বাতাসে।
তবুও আমার হৃদয়ে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি। পায়ের নিচে
প্রজ্জ্বলিত দাবানল। অলৌকিক কলস থেকে ক্রমাগত ঝরে
পড়ছে দুর্বিনীত মাথার ওপর সাহসের বৃষ্টি।

আমি তন্দ্রার কাফন ছেড়ে জেগে উঠছি এবং
এভাবে বিস্তারিত হচ্ছি। দু'হাতে ভেঙ্গে যাচ্ছি বিনাশী প্রহর।
আমার চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি।
তবুও দাঁড়িয়ে আছি—বিশাল হিমালয়।
তবুও টানটান—অসীম পর্বত।
তবুও ফলবান বৃক্ষ আমি আশ্চর্য পৃথিবী।

চারপাশে বিরুদ্ধ বাতাস। হিংসার দাবদাহ। তবুও
সকল রক্তচক্ষু ভেদ করে
প্রতিকূলের ছাদ ফুঁড়ে
আমার বাহু দু'টি স্পর্শ করেছে
সীমাহীন সীমানা।
এবং দেখ বৈরী হাওয়া, দেখ পৃথিবী–
সকল বিরুদ্ধতার আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার বিদ্রোহী কেশরাশি
কিভাবে আকাশ ছুঁয়ে যায়।

www.pathagar.com

বিপন্ন নগরী

সন্তাপ দহনে জ্বলে ক্ষয়িষ্ণু নগর।

পাপের ছেনিতে কাটে বিষাক্ত জীবন
রক্তের নদীতে ভাসে স্বপ্নের ফানুস
ত্রাসের নগর যেন ক্ষুধার্ত কুকুর।

পাপিষ্ঠ নগর থেকে পালাও মানব
চলো যাই লাভা ছেড়ে অরণ্যের কাছে
যেখানে রয়েছে জেগে মমতার চাঁদ
যেখানে রয়েছে প্রাণ-প্রেমের স্বভাব।

নিরন্ন নগর যেন কুষ্ঠের বাহন
পালাও নগর থেকে পালাও মানব।

হায় বিপন্ন নগরী,
এখানে রুটির চেয়ে সুলভ রমণী॥

www.pathagar.com

প্রতিকূলে

চারপাশে দাবদাহ, শকুনের চিৎকার
নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত পৃথিবী
অস্তিত্বের প্রলম্ব স্মারক
পালাও পালাও বলে
নিয়ত শাসিয়ে যায় দাঁতাল প্রবাহ

আমি তো গ্রহের ওপর বেঁধেছি বাসা
ধারণ করেছি বুকে সকল পর্বত
পাঁজরে নিয়েছি তুলে ঝড় আর দুর্ধর্ষ প্লাবন
এইতো দাঁড়িয়ে আছি
আগ্নেয়গিরির চূড়ার ওপর

প্রশ্বাসে লাফিয়ে ওঠে আর এক সাহসের ঢেউ
ক্রোধের গম্বুজ ফেটে জেগে ওঠে বজ্রের কোরাস :
আয়নায় দ্যাখে না ভয়ে যে নিজের চেহারা
কখনো ভাঙ্গতে পারে কি সে কালের গরাদ

বাতাস দু'ভাগ করে চলেছি দুরন্ত নক্ষত্রের ঘোড়া
কেটেছি দু'হাতে সহস্র আঁধার, তীব্র অমানিশা
আমি তো পালাতে জানিনা

ভাঙ্গনই আরাধ্য আমার, আতীব্র তৃষ্ণার পানি
পেছনে ফেরার জন্যে
আমি কোনো দরোজা রাখিনি

www.pathagar.com

গ্রহের প্রান্তর

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
বাতাসের পর্দা ছিঁড়ে ভেসে যায়
পোড়ামাটির ধূপের ঘ্রাণ
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রাখাল বালক
ধূসর প্রান্তর

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
স্বপ্নাতুর হৃদয় এখন বিষাদের প্যারাসুট
মানুষেরা কলের বেলুন
নদীগুলো ভেঙ্গে যায়
পৃথিবী গড়িয়ে যায়
গড়াতে গড়াতে অবশেষে সমুদ্র কাছিম

তিমি'র কানকি ধরে
বুক টেনে হেঁটে চলে সমুদ্র কাছিম
পৃথিবীর ঠোঁট থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে রক্তবৃষ্টি
ঝরে পড়ে বিষাদের বেদনার ক্ষয়ের সন্তাপ
রাখাল কাঁদেনা তবু

পৃথিবীর ফুসফুসে শকুনের বসবাস
নদীগুলো ভেঙ্গে যায়
পৃথিবী গড়িয়ে যায়
গড়াতে গড়াতে অবশেষে সমুদ্র কাছিম

রাখাল কাঁদেনা তবু
হাওয়ার জিন ধরে ছুটে চলে রাখাল বালক
ছুটে চলে পৃথিবীর বুক চিরে সমুদ্র কাছিম ছেড়ে
অন্য এক গ্রহের প্রান্তর

www.pathagar.com

পোড়োবাড়ির শব্দ

প্রকৃতির অভিশাপে যে পোড়াবাড়িটি জ্বীনের দখলে
তারও ইটের ভাঁজে বিঁধে আছে পরিশুদ্ধ কান্নার ঢেউ
নিস্তব্ধ-গভীর রাতে কখনো বা কেঁদে ওঠে প্রাচীন পাঁচিল :

এইসব কক্ষের ভেতর একদিন ছিল ক্রীড়াবিদ অজগর
ছিল রক্ষিতা দাসীর দীর্ঘশ্বাস
সেই শব্দগুলো ফিরে আসে–
ফিরে আসে মৌসুমী বায়ুর মতো বেগবান
পুঁথির ভেতর থেকে উঠে আসে বীরাঙ্গনা সোনাভান

পোড়োবাড়ি থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো
মহোত্তম মৃত্যুর প্রশ্বাস
অতীতের দীর্ঘতম ছায়ার ভ্রমণ
এই শব্দগুলো অরণ্যের—বয়স্ক বৃক্ষের রোদন

এই শব্দগুলো বিষণ্ন প্রবীণ
অজগর বেষ্টিত বিপন্ন পৃথিবীর চিৎকার
অতীতের দীর্ঘতম ছায়ার ভ্রমণ
কখনো বা মৃত্যুগুলো বিষাদে দ্রবণ

মৃত্যুও ব্যথিত হয়
অকস্মাৎ কেঁদে ওঠে বৃষ্টির অধিক

www.pathagar.com

তুচ্ছের পারাপার

বিশুষ্ক ভ্রূণগুলি পড়ে আছে। পড়ে আছে বহুকাল। ভ্রূণের ওপর
ভ্রূণ। ভ্রূণের ওপরে পৃথিবী এবং মহাকাশ। মহাশূন্যের বাগানব্যাপী
সমুদ্রের তলদেশে, হাওয়ার গভীরে ভ্রূণের স্তূপ। অদৃশ্য ঝাড়ুর
ডগায় উড়ে যায় প্রভাতে। উড়ে যায়। পুনরায় বাতাসের ডানার
ঝাপটায় আছড়ে পড়ে গুল্মহীন উত্তপ্ত বালুর ওপর। মস্তকহীন
ভ্রূণগুলি বিকলাঙ্গ। বস্ত্রহীন। ভ্রূণগুলি নারী পুরুষ শিশুর জ্যোতি।
ভ্রূণের হাত পা ছড়িয়ে আছে চারদিক। ছড়িয়ে আছে চোখ
মুখ শিশ্নাঙ্গ এবং মাথার খুলি। ভ্রূণগুলি যুবক যুবতী নবীন
প্রবীণ। বিশুষ্ক ভ্রূণগুলি উড়ে উড়ে পাক খায় শূন্যের গভীরে।

সর্দার কহিল :

মহাশূন্য এবং সমুদ্রের তলদেশে যাও। ভ্রূণের
অংগগুলি কুড়াইয়া আনো গভীর মমতায়।
অত:পর তাহাদের শরীরে গাঁথিয়া দাও।
অত:পর কুটিরে কুটিরে যাও। অত:পর–
অত:পর খুলিয়া দাও প্রসবের দ্বার। অত:পর–
ফুঁ দাও। হাওয়া দাও। বাষ্প দাও। অক্সিজেন
দাও। অত:পর কথা কহিতে কহো। কহো।

শ্রমিকগণ কহিল :

কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। ভ্রূণগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
কুড়াইয়া আনিয়াছি। কিন্তু পৃথিবী তো বাঁকিয়া
বসিয়াছে। উহারা নাকি বিদ্রোহ করিতে পারে।
তবুও চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আলো পাইবো
কোথায়? সূর্য তো হারাইয়া গিয়াছে। থামিয়া
গিয়াছে হাওয়ার চলাচল। অক্সিজেন পাইবো
কোথায়? ভ্রূণগুলি নড়িতে পারিতেছে না।
কহেনা কথা। উহারা পড়িয়া রহিয়াছে
পূর্বের মতো। এখন কি হইবে! কি হইতে পারে!

সর্দার কহিল :

হতাশ হইও না। চেষ্টা করিতে থাকো। বারবার।
কহিবে। কহিতে হইবে কথা। উহারা মৃত নয়।
নৃশংস যাদুর শিকার। পুনরায় চেষ্টা করিতে থাকো।
উহাদের কানে কানে পিতা ও পিতামহের
কথা কহো। কহো ইতিহাসের কথা।
কহো স্বপ্নের কথা। কহো কানে কানে।

www.pathagar.com

কহো। উহারা জাগিয়া উঠিবে। কহিবে কথা।

শ্রমিকরা ঘেমে উঠলো। ঘামে ঘামে জলপ্রপাত। ঝরণার ধারা। ঝরণার সাথে সাথে ভেসে আসে পাথর নুড়ি। পাথরের আঘাতে পৃথিবী চৌচির। পৃথিবীর ফাঁকে ফাঁকে নেমে আসে ভ্রূণেরা। নেমে আসে সকল নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। তারপর পুষ্ট হয়। তারপর হাই তুলে জেগে ওঠে রক্তাভ উপকূলে। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খোলে। চোখ খুলেই বিস্ময়ে হতবাক। তারপর কাঁদতে কাঁদতে–

কহিল ভ্রূণ ঃ

হায়! কোথায় আসিয়াছি আমরা! এ কোন্
পৃথিবী! হায়! সবুজ কোথায়! পাতার শব্দ
কোথায়! কোথায় নদী এবং পাখির
কলতান! কোথায়! সূর্য কোথায়! কোথায়
সবুজ! কোথায় বৃক্ষ পুষ্প শষ্পের সংগীত!
কোথায়! কোথায় মানুষ! দোহাই! আমাদের
চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ছুঁড়িয়া দাও পৃথিবীর বাহিরে!
আমাদেরকে ছুঁড়িয়া দাও সমুদ্রের তলদেশে!
হাওয়ার গভীরে। ছুঁড়িয়া দাও শূন্যের উপরে।
দেখিতে চাহিনা আর অন্ধকার পৃথিবীর মুখ!
যুদ্ধে রক্তে পাপে আর পাপে ভরিয়া গিয়াছে
মৃত্তিকার শরীর। ভূপৃষ্ঠ বায়ুহীন! উত্তপ্ত!
তাতানো কড়াই! কুটিরে কুটিরে নিষেধের
তালা! আমরা যাইবো কোথায়! দাঁড়াইবো
কোথায়! দোহাই! আমাদেরকে পুনরায় ব্যবচ্ছেদ
করিয়া ছুঁড়িয়া দাও মহাশূন্যের গভীরে!
দেখিতে চাহিনা আর পরাজিত পৃথিবীর মুখ!
দেখিতে চাহিনা! চাহিনা! না! না! না–

বলতে বলতে তারা চোখ বন্ধ করলো। এবং ভ্রূণে পরিণত হলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মস্তকহীন ভ্রূণেরা পুনরায় পড়ে আছে। ছড়িয়ে আছে পৃথিবী এবং মহাশূন্যের বাগানব্যাপী। উড়ে উড়ে পাক খায় হাওয়ার গভীরে। সমুদ্রের তলদেশে। এখন পা রাখার জায়গা নেই। নেই আর দেখার মতো দৃশ্য। এখন চোখ খুললেই খামছে ধরে ক্ষুব্ধ অজগর। আর চোখ বন্ধ করলেই কানের ভেতরে আছড়ে পড়ে বিশুষ্ক ভ্রূণের জমাটবাঁধা ফোঁপানো কান্নার ঢেউ। তারপর ঘৃণার বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দেয় ছেঁড়া খোড়া ভগ্ন দেহ। নিশ্চল নদীর পাড়ে বাকরুদ্ধ এক পারের যাত্রী। পাথরচাপা দীর্ঘশ্বাসে চেয়ে থাকে বিশুদ্ধ ভ্রূণের দিকে। চেয়ে চেয়ে দেখে কড়িহীন অসহায় বেদুঈন :

www.pathagar.com

ভ্রূণের ওপর দিয়ে হাওয়ার গতিতে ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত স্বার্থের ঘোড়া।
ছুটে যাচ্ছে পাশবিক লালা ঝরিয়ে ধ্বংসের দানব। ছুটে যাচ্ছে।
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে বেদুঈন আঁধারের দিকে। আঁধারের ভেতর
দিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে কারা যেন ছুটে যায় ঘৃণার ওপার। ছুটে যায়।
পুনরায় ফিরে আসে পাপের কলস ভরে। নিশ্চল নদীর পাড়ে বাকরুদ্ধ
এক পারের যাত্রী চেয়ে চেয়ে দেখে এইসব ঘৃণ্য তুচ্ছ পারাপার।
চেয়ে চেয়ে দেখে এক কড়িহীন রুগ্ন বেদুঈন। দেখে আর ভাবে :

আহ!
অদৃশ্যে ভাসমান ভ্রূণেরা যদি জেগে
উঠতো একবার। অন্তত একবার। একবার
যদি উঠে দাঁড়াতো মাথা উঁচু করে।
একবার যদি স্মরণ করতো অতীতের
ইতিহাস। পিতা এবং পিতামহের কথা।
যুদ্ধের কথা। একবার যদি তারা স্মরণ
করতো যুদ্ধ বিজয়ের কথা। একবার যদি
ভ্রূণেরা হাঁটতো পৃথিবীর বুকে স্রোতের
বিরুদ্ধে—তাহলে মৃত্তিকা হতো সবুজের
ক্ষেত। সমুদ্র হতো অনন্ত যৌবনা। অরণ্য
পেত বৃক্ষের শাবক। সূর্য এবং নক্ষত্র
দিত অজস্র আলো। মেঘ দিত প্রশান্তির
বৃষ্টিধারা। হাওয়া এবং রাত দিত স্বপ্নের
মুহূর্ত। কাল হতো মহাকাল। প্রহর
হতো স্বর্ণের শিশির। ভ্রূণেরা যদি দাঁড়াতো
একবার স্রোতের বিরুদ্ধে—তাহলে থেমে
যেত ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি। যুদ্ধের দাবানল।
থেমে যেত—অন্ধকারে এইসব দানবীয় স্বার্থের
কেনাবেচা, তুচ্ছের পারাপার। একবার–
যদি একবার জেগে উঠতো ভ্রূণেরা স্রোতের বিরুদ্ধে!
যদি জেগে উঠতো। একবার। অন্তত একবার।
আহ!!

বাতাসে কান রাখো। শোনো ভ্রূণের আর্তনাদ। শোনো হাওয়ার ফুসফুস
থেকে উত্থিত কান্নার শব্দ। তরঙ্গমালায় দোল খাওয়া বিষাদের
আর্তি শোনো : পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ
ভ্রূণের। ভ্রূণ থেকে শিশু। শিশু থেকে যৌবন। যৌবন থেকে দেশ।
দেশ থেকে মহাদেশ। মহাদেশ থেকে জন্ম হবে আর এক নতুন পৃথিবীর।
ভাসমান শুষ্ক ভ্রূণের জন্যে; বস্তুত নতুন পৃথিবী নির্মাণের জন্যে অন্তত একবার
হাতগুলি উর্ধমুখি হও। ডেকে নাও গভীর মমতায়। ভুলে যাও তুচ্ছের পারাপার।।

www.pathagar.com

শিলাস্তর কেটে কেটে

শিলাস্তর কেটে কেটে রাত্রি নামে; শোণিতাক্ত রাত্রি
বাতাসের ফুসফুসে জমে ওঠে ব্যর্থতার ঘাম

বৃক্ষের পাঁজরে বাজে পাতাহারা শোকের মর্মর
শোকের পিছনে কাঁদে আর এক ক্ষয়িষ্ণু নগর

শিলাস্তর কেটে কেটে রাত্রি নামে; ঘন গাঢ় রাত্রি
রাত্রির সুড়ঙ্গ বেয়ে তবু হাঁটে সূর্যের শাবক

রাত্রি নামে; সূর্য জাগে—জেগে ওঠে পর্বত শিখর
রাত্রির সম্মুখে সূর্য—হেঁটে যায় অশেষ জীবন

পাতা ঝরে, পুনরায় বৃক্ষ ধরে সবুজ বসন
শিলাস্তর কেটে কেটে সূর্য আনে গুহার মানব

www.pathagar.com

ব্রাজক

দৃষ্টির শৈশব ছিঁড়ে ছিপছিপে বৃষ্টির ভেতর
নিজেকে ভাবেন তিনি ভ্রূণের সঙ্গীত
তারপর হয়ে যান বর্ণালী ব্রাজক

ভ্রূণ থেকে সম্পূর্ণ শরীর হলে
দো'আঁশ গহ্বর ভেঙ্গে
নেমে আসেন আতীব্র চিৎকারে
পৃথিবীর বুকে তখন শিশুর উৎসব

প্রাচীন পুঁথির ভেতর ছিলেন তিনি মগ্ন দ্রষ্টা
স্বপ্নভার শব্দের ছুতার
শতাব্দী পেরিয়ে দাবড়িয়ে দেন কালের অক্ষর

রৌদ্রের জিহ্বা ছুঁয়ে ভেসে গেলে বাঙ্ময় বাতাস
শাবেকী শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তিনি
তারপর মৃত্যুর আঙুল বেয়ে চলে যান বহুদূর
ইস্টেশন ছাড়িয়ে নতুন আর এক অচেনা প্রান্তর

কি দু:সহ এই উদাস ভ্রমণ

সামনেই মেধাবী পর্বত
ঝুঁকিপূর্ণ রাত

ইচ্ছের শরীর থেকে খসে পড়ে বৃক্ষের বয়স

আশ্চর্য আঁধার থেকে আলো কুড়াতে কুড়াতে
ক্লান্তির প্রহর ভেঙ্গে তিনি
অবশেষে একদিন যাত্রা করলেন
ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবী থেকে অনি:শেষ জীবনের দিকে

www.pathagar.com

ঘুমের ভেতরে ঘুম

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
বাষ্পে বাষ্পে উড়ে যায় জীবনের জলাশয়

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
ঘুম বেয়ে নেমে যায় মানুষেরা স্বপ্নের ভেতর
মৃত্যু বেয়ে উড়ে যায় দৃশ্যের অতীত
তুষারে তুষারে ঢাকে গহীন জীবন

নেমে গেলে ঘুমের গভীরে
উড়ে গেলে মৃত্যুর ভেতরে
মানুষ থাকে না আর শরীরি মানুষ
জীবন থাকে না আর জীবনের ঘরে
ঘুম এসে ডেকে নেয়
মৃত্যু এসে বলে যায় :
ঝরে পড়া পাতাগুলি পায় না প্রহর

ঘুমের ভেতরে ঘুম
মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু
ঘুম বেয়ে নেমে যায় মানুষেরা স্বপ্নের ভেতর
মৃত্যু বেয়ে উড়ে যায় শূন্যের গহীন
উড়ে যায় কায়াহীন ছায়াহীন দৃশ্যের অতীত

www.pathagar.com

হাড়ের মাস্তুল

প্রগাঢ় প্রশ্বাসে দুলে ওঠে ত্রিকোণ হাড়ের মাস্তুল

মাংসের গভীরে আর এক দীর্ঘশ্বাস
বালির ভেতর মুখ লুকিয়ে ডুকরে কাঁদে উদভ্রান্ত উটপাখি

মস্তকহীন আশ্চর্য আঁধারের পেটে আবক্ষ পৃথিবী

আত্মার শিশুরা নেই সরব পাতিলে
নেই আর সমুদ্রের চলিষ্ণু প্রদাহ

মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে সূর্যের অস্তিত্ব
বাষ্পের শরীর বেয়ে উড়ে গেছে
মানুষ হৃদয় আর আত্মার শৈশব

পৃথিবী শূন্য এখন–
কাঁকড়ার খোলস যেন নিস্তব্ধ গোরস্তান—অসীম আঁধার
তবুও বিস্ময়কর
অলৌকিক ঘন্টাধ্বনিতে কাঁপছে পাথর সময় :

আঁধার দু'ভাগ করে
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে
উঠে আসবে পর্বত—পর্বত সমান
কালজয়ী মস্তকের দুর্বিনীত শীর্ষচূড়া

একদিন পৃথিবী বিস্তীর্ণ হবে

আর বিস্তারিত হলে পৃথিবীর বুক
থেমে যাবে শোকার্ত প্রকৃতি এবং
উটপাখির ফোঁপানো কান্নার ঢেউ

www.pathagar.com

অলৌকিক ঘোড়া

সূর্যের সম্মুখে দন্ডায়মান অলীক বৃক্ষ
চারপাশে সভাসদ, অগ্নি ফেরেশতা
আশ্চর্য বৃক্ষের নতহীন কান্ড যেন ডোরাকাটা সৌখিন হরিণ

বৃক্ষের অদৃশ্য কান্ডে ঝুলে ছিল অভিজাত লাশ
এখন সুদীর্ঘ ছায়াপথ মোমের কঙ্কাল
প্রতিটি কঙ্কাল যেন আধুনিক লিফলেট, জ্বলে ওঠা লাভা

শহর পেরিয়ে ছুটে যায় অলৌকিক ঘোড়া
খুলে যায় শহরের কবন্ধ কপাট
তারপর মানুষের হৃৎপিন্ড খুঁড়ে, তৈরি করে হাওয়ার আস্তাবল
তারপর অন্তহীন গ্রহের বাহন

হাওয়া থেকে অন্তহীন হাওয়ায় ভেসে যায় ঘোড়ার সুদীর্ঘ ছায়া
তারপর বৃষ্টির বোরখা পরে নেমে আসে সবুজ উপত্যকায়
তারপর নেমে আসে মানুষের পিঠ বেয়ে
রোদ হয়ে
বৃষ্টি হয়ে
ঝঞ্ঝা হয়ে
নেমে আসে বারবার বাষ্প হাওয়ায় ঘোড়ার সুদীর্ঘ ছায়া

সূর্যের বোতল থেকে পান করে বৃক্ষ সাহসের জল
বৃক্ষের বাকলে জিভ ঘষে তৃষ্ণার্ত আশ্চর্য ঘোড়া
তারপর মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে পাশাপাশি হেঁটে যায়
হেঁটে হেঁটে পাড়ি দেয় মধ্যরাতে
বনান্তর নদী সমুদ্র দেশ মহাদেশ
বেদনা বিষাদে জ্বলে ওঠা এই লোকালয়–
এশিয়ার কঙ্কাল তোরণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

PATHORE PAROD ZALE
Mosharraf Hossain Khan